পর্বঃ১৯

কমলাক্ষের জাতিসংঘের শান্তি মিশনের যাত্রার পূর্বে পল্লবীর সংঙ্গে শেষ সাক্ষাতের কথাগুলি আজও কমলাক্ষের মনে পড়ে বার বার।সেদিন দুটি হৃদয় মিশেছিল ঢাকা সেনা নিবাসের ১২নং রজনীগন্ধা পারিবারিক কোয়াটারে এক গভীর ভালবাসার বন্ধনে।বান্ধবী অলকার বাসায় অলকার জন্মদিনের অনুষ্টানে যোগ দিবে বলে দিবেন্দু মামাকে ফাঁকি দিয়ে পল্লবী কমলাক্ষের সাথে ঢাকার সেনানিবাসের কোয়াটারে রাত যাপন করেছিল,প্রেম অভিসারে।পল্লবীর মা,বাবা,ভাই সেদিন সিলেট এক আত্মীয়ের বিয়ের অনুষ্টানে চলে গিয়েছিল।তখন পল্লবী জিওলজীতে অনার্সের ৩য় বর্ষের ছাত্রী ছিল।মাসিক টিউটিরিয়েল পরীক্ষার অজুহাত দেখিয়ে পল্লবী সিলেট যায় নি।পূর্ব পরিকল্পনাটা বাস্তব রুপ দিতে এটা পল্লবী ও কমলাক্ষের একটা বড় সুযোগ।উওমদাদার বিয়েতে কমলাক্ষ ও পল্লবীর মনের অনেক অব্যক্ত কথা বলা হয়ে ওঠেনি।তাদের দু'জনের সম্পর্কের কথা সাধনদাদার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় দীর্ঘ দিন ধরে দু'জনের মনের কথা বলার কোন স্থান বা সুযোগ হয়ে ওঠেনি।হঠাৎ কমলাক্ষের জাতিসংঘের শান্তি মিশনের মাধ্যমে বিদেশযাত্রা দু'জনের একান্ত সানিধ্যে দেখা হওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা আরো খানিক বেড়ে গিয়েছিল।

রজনীগন্ধা কোয়াটারে বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট।প্রত্যেকটি এপার্টমেন্টে ৩ টি পারিবারিক ইউনিট রয়েছে।প্রত্যেকটি ইউনিটে ২টি ব্যাচেলর ইউনিট রয়েছে।ব্যাচেলার ইউনিটে অপরিচিত কোন পুরুষ বা মহিলা ঢোকা নিষিদ্ধ।আজ রাতে যেন কোন নিয়ম নেই।সব ইউনিটে আর্মির অফিসারদের আত্মীয়-স্বজনে ভরপুর।

কমলাক্ষের মা,বাবা গতকাল নেত্রকোনা চলে গিয়েছিল।কেবল কমলাক্ষের বাল্যবন্ধু ডাঃকমলেষ নাগ সংঙ্গে ছিল সারাদিন,সন্ধায় সে বন্ধুটিও বিদায় নিয়েছিল।কমলাক্ষ আর্মির হেড কোয়াটার গেষ্ট হাউসের অভ্যর্ন্তনা কক্ষ থেকে রাত ৮টায় পল্লবীকে নিয়ে রজনীগন্ধা আবাসিক কোয়াটারে প্রবেশ করেছিল।